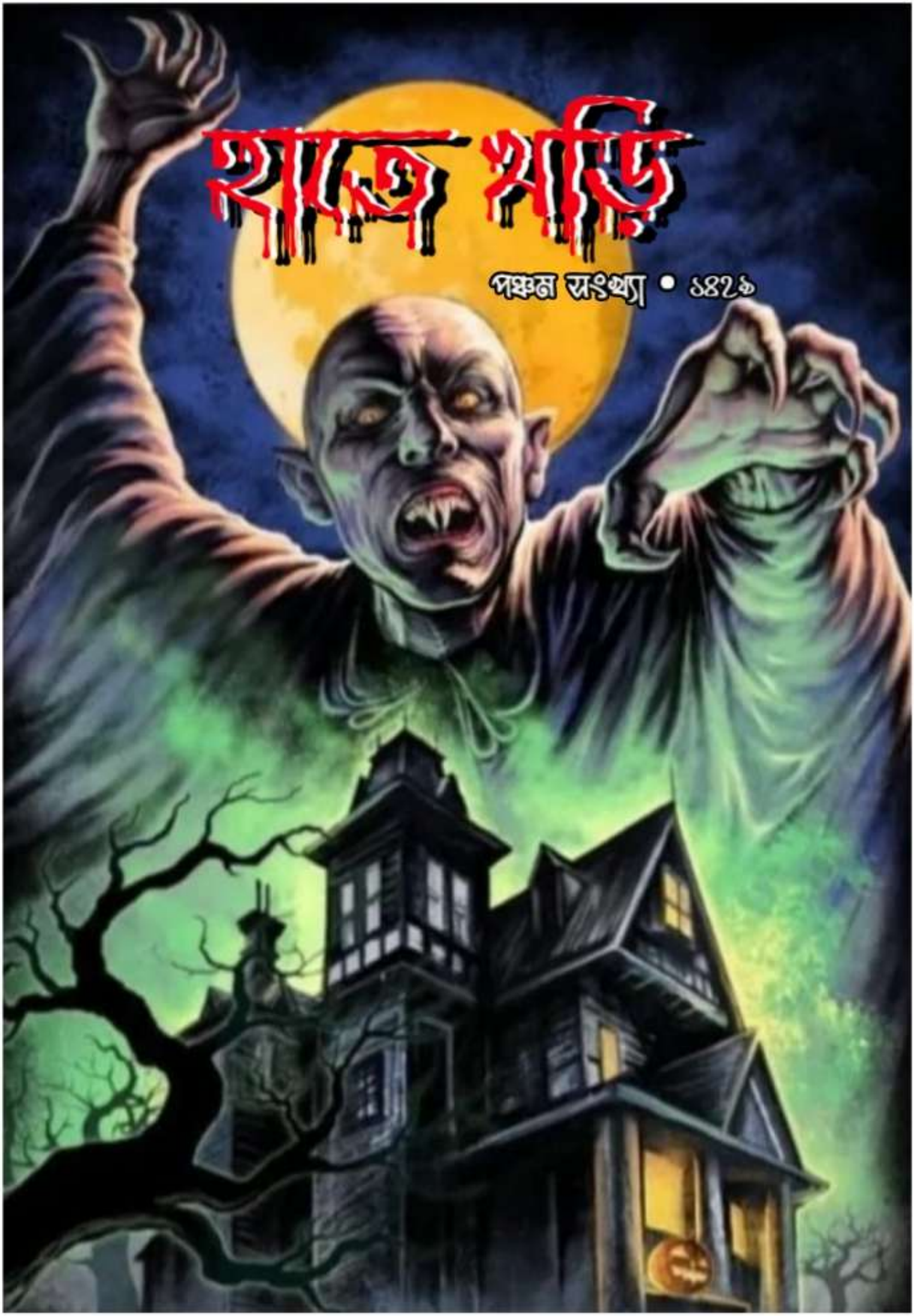

হাড়ে খড়ি
পঞ্চম সংখ্যা • ১৪২৬

এইবারে আমাদের নিবেদন -

সম্পাদকীয়

সম্পাদিকার কলমে,

গল্পের বই পড়তে আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ ভালোবাসি । আবার সেই গল্প যদি ভৌতিক ও রহস্যময় হয় , তাহলে তো আর কোন কথা নেই । তাই শীতের শুরুতেই প্রকাশিত হল ' হাতে খড়ি ' পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা - ' রহস্য - রোমাঞ্চ - ভৌতিক ' । এখানে এমন কিছু রহস্য ও ভৌতিক কাহিনী আছে যা পাঠকের মনে 'ভয়' জাগিয়েও তুলতে পারে ।

আমরা জীবনের একটা সময়ে সকলেই পড়ার বই অপেক্ষা গল্পের বই পড়তেই বেশি ভালোবাসি । আর এইরকম ভৌতিক ও রহস্যময় গল্প পড়ার মধ্যে কোন বাধ্য - বাধ্যকতা নেই , শুধু আছে ভাললাগা,যা মনকে আনন্দ দেয় । যেমন - হ্যারিপর্টার , ফেলুদা , নীল আতঙ্ক , চাঁদের পাহাড় , সবুজ দ্বীপের রাজা , বাদশাহী আংটি ইত্যাদি গল্পে আছে উত্তেজনা থেকে শুরু করে অজানাকে জানার কৌতূহল , রোমাঞ্চ ।

সবাইকে নিয়মিত পড়াশোনার বাইরে একটু আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যই ১৪২৯ - এ প্রকাশিত হল ' হাতে খড়ি ' (২৫/১১/২০২২ , শনিবার) পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা । আমাদের এবারের ই-পত্রিকার বিষয় হল - ' রহস্য - রোমাঞ্চ - ভৌতিক ' । গতবারের পত্রিকার ছোট ছোট ভুলত্রুটি গুলিকে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এই সংখ্যায় ।

সবশেষে , এইবারের ' পঞ্চম সংখ্যা ' প্রকাশের পথে সম্মাননীয়া অধ্যক্ষা ড. রূপালী চৌধুরী মহাশয়াকে ও আমাদের সকল বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ । এছাড়াও পত্রিকার অন্যান্য সহকর্মীদের জানাই অসংখ্য অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা । এমনকি যারা নিজেদের শিল্পসত্তাকে এই পত্রিকার বিভিন্ন পাতায় বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে , সেইসব সহপাঠী ও কনিষ্ঠাদের জানাই ভালবাসা ও ধন্যবাদ । কিন্তু এইবারে প্রতিবারের তুলনায় অনেক কম লেখালেখির জন্য পত্রিকাটিতে যেন কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা রয়েই গেছে । তাই সবাইকে একটাই অনুরোধ যে প্রত্যেকে সবাই এগিয়ে আসো এবং আমাদের এই ' হাতে খড়ি ' পত্রিকাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য কর । আর অবশেষে সেইসকল পাঠকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই , যারা না থাকলে আমাদের এই পত্রিকা মূল্যহীন ।

সকলে ভালো থাকবেন , পাশে থাকবেন।

আর সকলে আরও বই পড়ুন।

-ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক (হাতে খড়ি)

মন্দিরা বসাক

বাংলা বিভাগ (পঞ্চম সেমিস্টার)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন : বাংলা বিভাগ

হাতে খড়ি

পঞ্চম সংখ্যা : ১৪২৯

প্রকাশ : ২৫শে নভেম্বর , ২০২২

সম্পাদক

মন্দিরা বসাক (পঞ্চম সেমিস্টার)

সহায়তাকারী

হেতু বর্মন , অনুষ্কা দাস (তৃতীয় সেমিস্টার)

সম্পূর্ণ অলঙ্করণে

প্রীতি গিরি (পঞ্চম সেমিস্টার)

প্রচ্ছদ নির্মাণে

শ্রেয়া দে (তৃতীয় সেমিস্টার)

সূচিপত্র

• ছোটগল্প •

১। বাতাসী : মহিমা দাস (১)

• কবিতা •

১। এইতো সেইদিন : অমিশা ভাওয়াল (৩)

২। আবেগী মুহূর্ত : তৃষা চক্রবর্তী (৪)

৩। জীবন : পৃথা সেন (৫)

• অনুকবিতা •

১। সময় : পৃথা সেন (৬)

২। আড়ালে : মহিমা দাস (৬)

৩। কে রাখে কার খোঁজ : পৃথা সেন (৭)

• বুক রিভিউ ও সিনেমা রিভিউ •

১। ভেন্ট্রিলোকুইস্ট : আলিশা নাসরিন (৮)

• আঁকিবুঁকি •

১। শ্রেয়া দে (১০)

২। হেতু বর্মণ (১১)

৩। সুমনা কোলে (১২)

৪। তৃষা চক্রবর্তী (১৩)

• ফটোগ্রাফি •

১। পৃথা সেন (১৪)

২। অনুষ্কা দাস (১৫)

৩। মন্দিরা বসাক (১৬)

৪। মহিমা দাস (১৭)

৫। পৃথা সেন (১৮)

৬। অনুষ্কা দাস (১৯)

ছোটগল্প

বাতাসী

এক

বললেই তো ফিরে আসেনা সবকিছু, এই যেমন বয়ে যাওয়া হাওয়া,হাওয়ার টানে ফুরিয়ে আসা সিগারেট,আমার মা-বাবার সুসম্পর্ক...

আগের সপ্তাহে দিদার কথা মতো জ্যোতিষীর কাছে যাই,প্রতিবারের মতে এবার ও ওনার এক কথা আমার হাতে সম্পর্কের রেখা ভীষণ হাল্কা। ছাব্বিশটা বছরে আমার স্থায়ী সম্পর্ক বলতে দিদা আর তিতাস.. উত্তরের হাওয়া গাঢ়া হচ্ছে, শীত আসছে...

সকালের ফোনটা পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। মা ফোন করে রাজগীর যেতে বলেছে। চায় এই দিওয়ালিটা ওখানে থাকি,সাথে তিতাস কে ও ডেকেছে। সম্পর্ক গুলোর দরজায় পাহাড় সমান অভিমান জমে গেলেও মায়া ঠিক থেকে যায়।তাই জন্য এখন আমি বাসে বসে। একদিক দিয়ে বলতে গেলে আমাদের ব্যাচেলর পার্টি হয়ে যাবে।লোকজন দার্জিলিং, সিকিম যায় আর আমরা না হয় রাজগীর যাচ্ছি।দিল্লি -কলকাতা হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছি,ওখানে প্রায় তিনটের দিকে নামাবে।কাল দিওয়ালি।

কঙ্কালের মতো সব ইমারত, উপড়ে যাওয়া হাতে ধরে আছে আলোর মালা।পথের দু'ধারে দুঃখের চামড়া পোড়ানোর গন্ধ, সবটা দেখছে হলুদ আলো।হাহাকার করে ওঠে কারখানা গুলো ওরা চায় মানবজীবন, ওরা চায় মানুষ হয়ে মানুষের গলা টিপে মারতে।আলসে পেট্রোল পাম্প হাসাহাসি করে মুখ লুকিয়ে ওরা জানে কে মৃত। বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে দেয় না,রেখা বুনতে কেউ পারে না।

বাস দিয়ে নামতেই দেখি মা দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য টোটো নিয়ে। আমার সেই নামার পর থেকেই কেমন যেনো অস্বস্তি হচ্ছে...

দুই

মা আজকে আমাদের সাথে বেরোবে না সারাবছরের মতো আজও কাজ আছে, গাড়ি ঠিক করে দিয়েছে সেটাই আমাদের ঘোরাবে। আমি জানতাম আমার আর মা এর সম্পর্ক ঠিক হওয়ার নয় তাই আগে থেকেই ভোডকা নিয়ে এসেছিলাম। শহর দেখতে মন্দ লাগে না কিন্তু মনের দুঃখ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় না। বিয়ের পর হয়তো মা এর সাথে কোনো সম্পর্ক আমি নিজেই রাখবো না।

স্বর্ণ ভাণ্ডার,জাপানী টেম্পেল, জৈন্য মিউজিয়াম,নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে সামান্য লাঞ্চ করলাম সবাই যদিও নিরামিষ। দিওয়ালি থেকে ছট পূজো পর্যন্ত এখানে আমিষ হয় না।আমাদের শেষ দেখার স্থান ড্যাম্প।চারিদিকে দেখি দোকান ধুয়ে সব পূজোর আয়োজন চলছে, মেয়েরা রঙ্গোলি দিচ্ছে, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে চৌকাঠে। ঘড়িতে তখন পাঁচটা। একটু বাদে দেখি চারিদিকে বিশাল পাহাড়, সাথে ড্যাম্প,চারিদিকে জল..জলের ধারে বসে আছি আমি আর তিতাস। এমন সময় গাড়ির কাকু আমাদের বসতে না বলল, আমরা তো শুনে অবাক..তিতাস কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, বিহারে জলের মধ্যে নাকি পানডুব্বা নামের এক ভূত থাকে। আসলে ড্যাম্প এর যথোপযুক্ত উচ্চতা থাকায় এখানে অনেকে সুইসাইড করে। বিশেষ করে প্রেমিক - প্রেমিকারা।এই ভূত বিশেষত নেশার সামগ্রী চায় এবং না দিলে জলে ডুবিয়ে মেরে দেয়... তিতাস খিলখিল করে হেসে উঠে আবার বসে পরলো সেখানেই , হয়তো ঘোরেই ...

বসে আছি এমন সময় একটা কালো মতো লোক এসে সিগারেট চায় , সত্যি আমাদের কাছে না থাকায় আমরা না বলে দিই । উত্তর টা শুনেই লোকটা তিতাসের হাত ধরে টানতে টানতে জলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে এমন সময় চিৎকার শুনে গাড়ির কাকু আসে আর নিমিষেই লোকটা হাওয়ায় সাথে মিশে যায় । আমরা দৌড়ে গাড়িতে উঠেই কাকুকে বলি সামনা-সামনি কোনো একটা ধাবাতে নিয়ে যেতে । গিয়ে আমরা সবে জল খাচ্ছি এমন সময় দেখি তিতাসের হাতে তিনটে আঙ্গুলের দাগ । কোনো মতে নিজেরা সামলে উঠলাম । রাম নাম করতে করতে বেরিয়ে আসছি তখন দেখি সেই লোকটা , রোগা , কালো আর সেই শূন্য চাওনি ... কোনো কিছুই তো আমার জীবনে ফিরে আসে না , তবে এই লোকটা এলো কেনো !

মহিমা দাস

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

কবিতা

এইতো সেদিন

শুকতারাটির পানে চেয়ে আমি
আকাশ কুসুম ভাবতে গিয়ে ,
পরে আমি নিজের চোখে
জল এনেছি পাল্লা দিয়ে ।

এইতো সেদিন সেই আমিটাই
হাসতে চলতে পথ হারিয়ে ,
ভাবছি যে খুব সুখে আছি
রাত্রি শেষে মুখ লুকিয়ে ।

রাত এখনো অনেক বাকি
সূর্য যেন প্রহর গোনে ,
চাঁদটি এবার হাসতে গিয়ে
পড়ল ঢাকা মেঘের কোণে ।

মরুভূমির মধ্যে আমি
হাঁটছি যদি একাই তবে ,
পাশে আমার ঢেউ খেলে যায়
সঙ্গে রয়েছে কেউ নীরবে !

আমি সাজবো বলে বসে আছি
সাজা আমার বাকি ছিল ,
সাজের অঙ্গরূপে কান্না এসে
সাজা আমার পূর্ণ হলো ।

তবু তো বেশ দুঃখে আছি

অন্যেরা সব সুখে মরে ,

আমার দুঃখ একলা একাই

সুখকে দেখে হাসতে পারে ।

অমিশা ভাওয়াল

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা অনার্স

আবেগী মুহুর্ত

সময় করেছে চুরি ,

কৈশোরের রঙিন দিনগুলি তবু ,

সবই দিলাম তোমায় ,

গোপন যা কিছু আমার ।

দিলাম তোমায় শরতের নীল আকাশ ,

সকালবেলায় শিউলি ঝরা শিশির ভেজা ঘাস ।

তুমিও দিলে বর্ষার ঝরাপাতা ,

গ্রীষ্মের তাপে ধরলে ছাতা ।

তবুও ফিরে পাই না ,

সেই আকাশের , সাতরঙা রামধনু ।

তবুও যেনো হারিয়ে যায় ,

সোনালী সুতোয়, মোড়া ছেলেবেলা ।

সেই লাঠি-লজেন্স , সেই রাশ উৎসব ,

কিছুই যে ফেরে না আর ।

শুধু স্মৃতির সরণি বেয়ে , স্মৃতিতে ডুবে যাই ,

তোমাকে ছুঁতে চাই , গায়ে মাখি সেই ,

না পাওয়া শৈশব ।

কখনো খেলার মাঠে , কখনো পুজো মণ্ডপে ,

কখনো বা টিউশনে ।

সময়ের বড্ড তাড়াহুড়ো ,

চুরি করেছে , আমাদের সময়গুলো ।

গড়ে তুলেছে এক , আবেগহীন ব্যস্ততাকে ,

যন্ত্রে মোড়া মানবমূর্তিকে ।

কি জানি আর ফিরবে কিনা , সেই ছুঁতে চাওয়া পেরিয়ে আসা মুহূর্তরা ।

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

জীবন

জীবন মানে একটা বয়ে যাওয়া নদী ,জীবন মানে একটা নাট্যমঞ্চ ,

জীবন মানে একটি নাট্যমঞ্চে চালিয়ে যাওয়া একটা গল্পের চরিত্র ।

জীবন মানে বয়ে যাওয়া এক নদীর উপর ভেসে যাওয়া একটা নৌকা ।

জীবন মানে সুখ-দুঃখের হাত ধরা-ধরি

জীবন মানে একটা জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে পথ চলা ।

জীবন মানে নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং অন্যের প্রতি বিশ্বাস করতে পারা ।

জীবন মানে নিজের পরিচয় নিজে পরিবার গড়ে তোলা ...

জীবন মানে একটা বন্ধন গড়ে তোলা সবকিছু । সাথে...

জীবন মানে তার শুরুও আছে এবং শেষও আছে...

জীবন শেষ হওয়ার মানে আবার একটা নতুন চরিত্র , নতুন পরিবার, নতুন মানুষজন ।

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

অনুৰূপা

সময়

পথের বাঁক আজ বেঁকে গেছে ,

বৃষ্টি পড়ছিলো আজ থেমে গেছে ,

শহর জুড়ে আজ গলির মোড়...

আমি আজ তাই গুনছি প্রহর ।

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

আড়ালে

আনমনে বিড়বিড় করে শ্বেতপাথর ,

টুকরো হবে মৃত্যু সাথে এই শহর ।

হাওয়ারা বুনছে এ নিশীথে অমাবস্যা গান ...

কান পেতো না, কান পেতো না বলেছে প্রেতদেহ ।

ডাক যদি আসে তিনবার তবুও যেও না ।

সোজাসুজি বাড়ালে হাত বুঝতে হবে ছলনা ,

নোংরা গন্ধে পিছু ফিরে চেও না ...

হাকিনী বা ডাকিনী সহজে সিদ্ধি দেয় না ,

ভবঘুরে হলে পরে স্মরণ করো রাম নাম ।

বট,অশ্বত্থের তলায় বসলে উপরে চেও না।

বিশ্বাস রেখো শুধু ঈশ্বরের উপরে ,

হরি রাখছে খেয়াল সর্বদা।

মহিমা দাস

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

কে রাখে কার খোঁজ...

কে রাখে কার খোঁজ !

হৃদয় মাঝে কত ঘটনাই

ঘটে রোজ-রোজ।

দিন নেই, রাত নেই

স্বপ্নের পিছনে হেঁটে যায় রোজ-রোজ ...

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

বুক রিভিউ
ও
সিনেমা রিভিউ

ভেন্ট্রিলোকুইস্ট

রহস্য , রোমাঞ্চের সাথে ভৌতিক ব্যাপারটা একটু না থাকলে পুরো বিষয়টা যেন ঠিক জমে না । আধুনিক লেখক মাশুদুল হক এর লেখা ' ভেন্ট্রিলোকুইস্ট ' নামক বইতে এই তিন এর সমাহার প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই বিদ্যমান ।

বইটির নাম শুনে হয়তো সকলের মনে হতে পারে যে বইটি পুরোটা ভেন্ট্রিলোকুইজমের উপর ভিত্তি করে লেখা , আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল । কিন্তু বইটি পুরোটা পরবার পর বুঝলাম এ ধারনা পুরোপুরি সত্য নয় । ভেন্ট্রিলোকুইজম দিয়ে রহস্যের সূত্রপাত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ঘটনার ডালপালা নানাদিকে গজিয়েছে ।

বইটির বিষয়ে লেখবার আগে গল্পটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটু বলে রাখি ।

গল্পের শুরুটা হয় একটা বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান থেকে । এক বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেকদিন পরে দেখা হয়ে যায় পুরোনো বন্ধুদের । দুই বন্ধু - নৃতাত্ত্বিক মারুফ এবং পত্রিকার ফিচার এডিটর রুমি ,কথাপ্রসঙ্গে তারা জানতে পারে শওকত নামে তাদেরই আরেক বন্ধু পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে ভেন্ট্রিলোকুইজম । কৌতুহলী হয়ে সেটার কারণ জোগাড় করতে গিয়ে ওরা জড়িয়ে পড়ে দারুণ রহস্যময় এক অনুসন্ধানে । তারপর বেড়িয়ে আসতে থাকে ভয়ঙ্কর আর শিউরে ওঠার মত সব সত্য । যাই হোক তারপরের ঘটনাটা আর বললাম না , জানার জন্য বইটা অবশ্যই পড়ে দেখার অনুরোধ রইল ।

এবার আসি বইটি পড়ে আমার কেমন লাগল সেই প্রসঙ্গে।প্রথমেই আলোচনা করব বইটির ভালো দিকগুলো নিয়ে -------

প্রথমত , এত ভালো বাংলা থ্রিলার উপন্যাস আমি আগে কখনও পড়িনি । সত্যি বলতে বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনা এতটাই রহস্যময় ও আকর্ষণীয় যে থ্রিলারপ্রেমীরা বইটি একেবারে শেষ না করে উঠতে পারবেন না ।

দ্বিতীয়ত , বেশ কিছু থ্রিলার বই পড়ার সময় হয়তো আমাদের মনে হতে পারে যে ঘটনাটিকে অহেতুক বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে , কিন্তু এই উপন্যাস টি পড়বার সময় এইরকম অনুভূতি হওয়ার কোনো সম্ভবনা নেই ।

তৃতীয়ত , এই বইটি পড়ে আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছি , কারণ - এই বইটির প্রায় প্রত্যেকটি পাতায় পাতায় রয়েছে অজস্র অজানা তথ্য , যা আমাকে অনেককিছু বিষয়ে জানতে সাহায্য করেছে ।

চতুর্থত , চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে যদি বলি তাহলে বলবো লেখক চরিত্র গুলিকে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন , আমার ব্যাক্তিগত ভাবে সবথেকে ভালো লেগেছে রুমি চরিত্র টিকে ।

পঞ্চমত , বইটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গল্পটিতে দারুণভাবে উঠে এসেছে ধর্ম , বিজ্ঞান , চিকিৎসা-শাস্ত্র , গনিত এবং ইতিহাস এর নানান দিক , এছাড়াও মনোবিজ্ঞান এর কিছু তথ্য উঠে এসেছে , যেগুলি আমার দারুণ লেগেছে ।

ষষ্ঠত , এই বইটি আমার বিশেষ ভাবে ভালো লাগার কারণ হল - পুরো উপন্যাসটি টুইস্ট আর সাসপেন্সে ভরা । আমার মতে থ্রিলারপ্রেমীদের জন্য এই বইটি একদম যথাযথ ।

এতক্ষন আলোচনা করলাম বইটি আমার কেন ভালো লেগেছে তা নিয়ে এবার বলি বইটির এমন কয়েকটি দিক যা আমার একটু খারাপ লেগেছে -----

প্রথমত , গল্পটি পড়তে পড়তে যখন শেষের দিকে পৌঁছালাম তখন মনে হল ক্লাইম্যাক্স টা যেন লেখক খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন। যদি ক্লাইম্যাক্স টা আর একটু বাড়ানো যেত তাহলে খুব ভালো লাগতো।

দ্বিতীয়ত , যদিও এটাকে কোনো খারাপ দিক বলা যায় না তবুও বলি যারা আমার মতো অর্থাৎ অঙ্কে একটু দুর্বল তারা হয়তো বইটি পড়ার সময় একটু বোর হলেও হতে পারেন।

পরিশেষে সম্পূর্ণ কাহিনীটির বিষয়ে এককথায় বলবো কাহিনীটি অসাধারণ , " ডুবিয়ে দেবার মত " । পাঠক ডুবে যেতে বাধ্য হবেন কাহিনীতে। কাহিনীর চমৎকার ও বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় পাঠককে বাধ্য করবে পৃষ্টা উলটে যেতে। সুতরাং আপনারা যদি থ্রিলার প্রেমী হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই একবার হলেও গল্পটি পড়ে দেখতে পারেন।

আলিশা নাসরিন

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

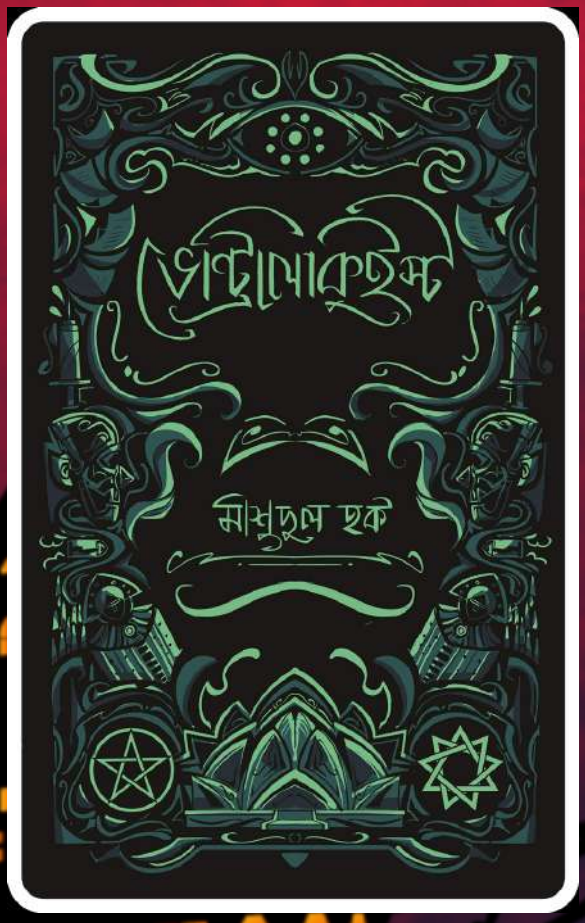

আঁকিবুঁকি

শ্রেয়া দে

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

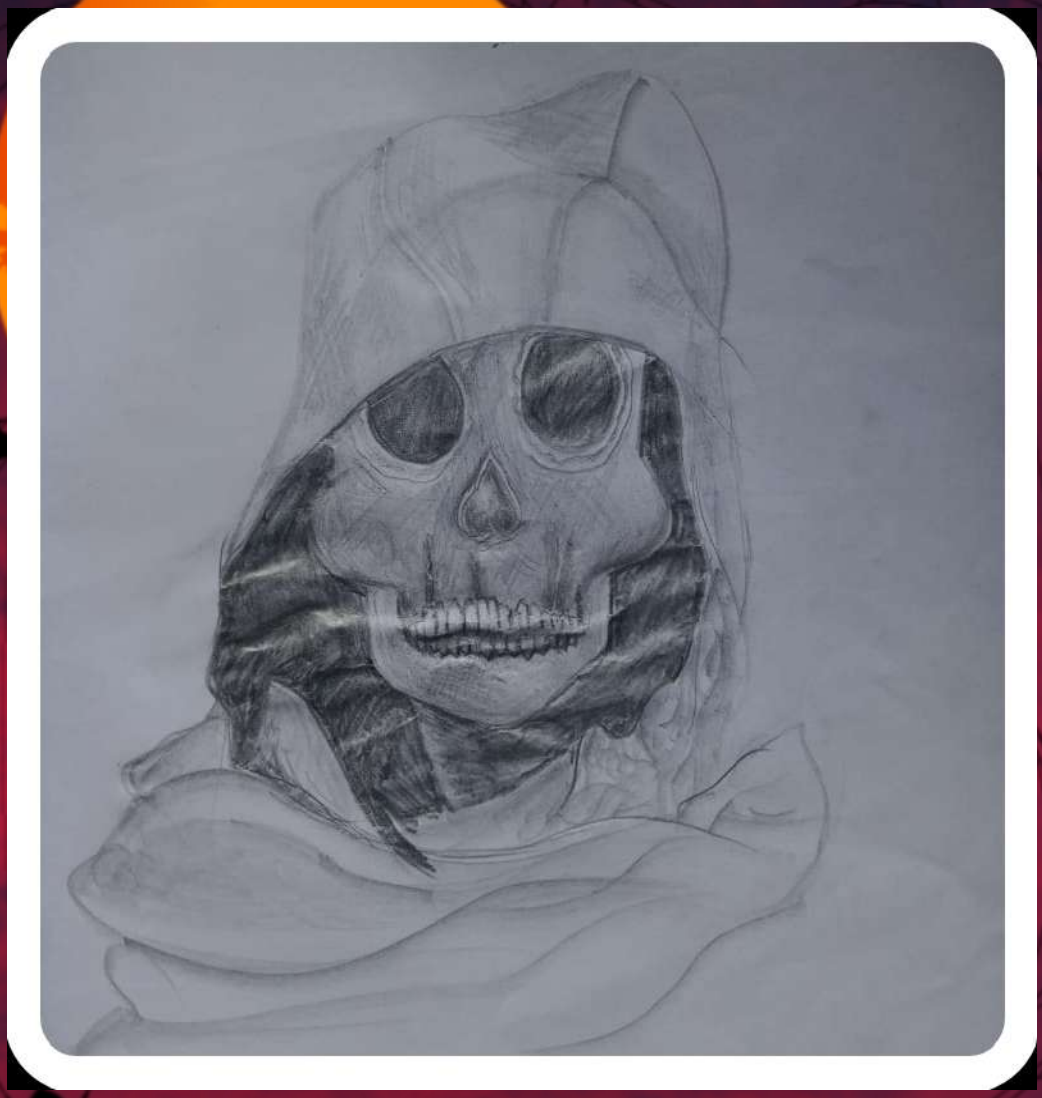

হেতু বর্মণ

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

সুমনা কোলে

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

ফটো গ্রাফি

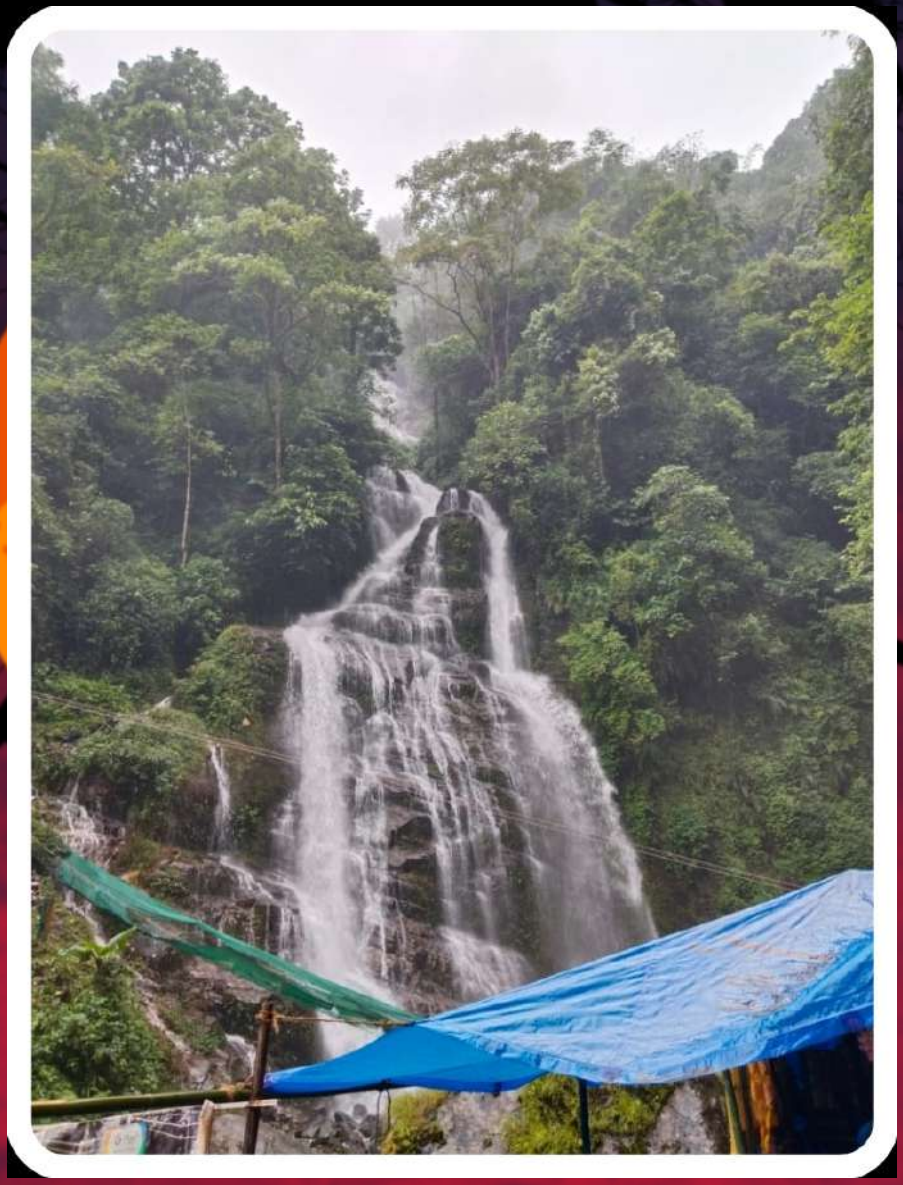

" ভারতের সিকিম এর কাছাকাছি পেলিং একটি ছোট পার্বত্য শহর সেখানকারই একটি সুন্দর জলপ্রপাত যা কাঞ্চনজঙ্ঘা জলপ্রপাত নামে পরিচিত "

জীবন যখন শুকায় যায়

করুণা ধারায় এসো ।

সকল মাধুরী লুকায় যায়

গীত সুধা রসে এসো ।

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি ! "

অনুষ্কা দাস

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" ঢাকের আওয়াজ এখনও বাজে ,

দুই কানে সারাক্ষন ,

বিদায় বেলায় আজকে মা'গো ,

বিষাদে ভরে মন ।

মণ্ডপে মণ্ডপে সিঁদুর খেলায় ,

মাটি রাঙিয়ে যাবে ,

আসছে বছর আবার মা'গো ,

সবাই তোমার দেখা পাবে । "

মন্দিরা বসাক

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" রোদমাখা দুপুরে

পেটের দায়

কষ্ট ভোগ করা । "

–মহিমা দাস

মহিমা দাস

তৃতীয় সেমিস্টার(দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" তিস্তা নদী , এটি ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ও বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী "

" মেঘ পিওনের ব্যাগের ভেতর

মন খারাপের দিস্তা

মন খারাপ হলে কুয়াশা হয়

ব্যাকুল হলে তিস্তা "

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" মেঘেরা যেখানে হাতছানি দেয় ! দার্জিলিং'২০২২ "

অনুষ্কা দাস

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

সমাপ্ত

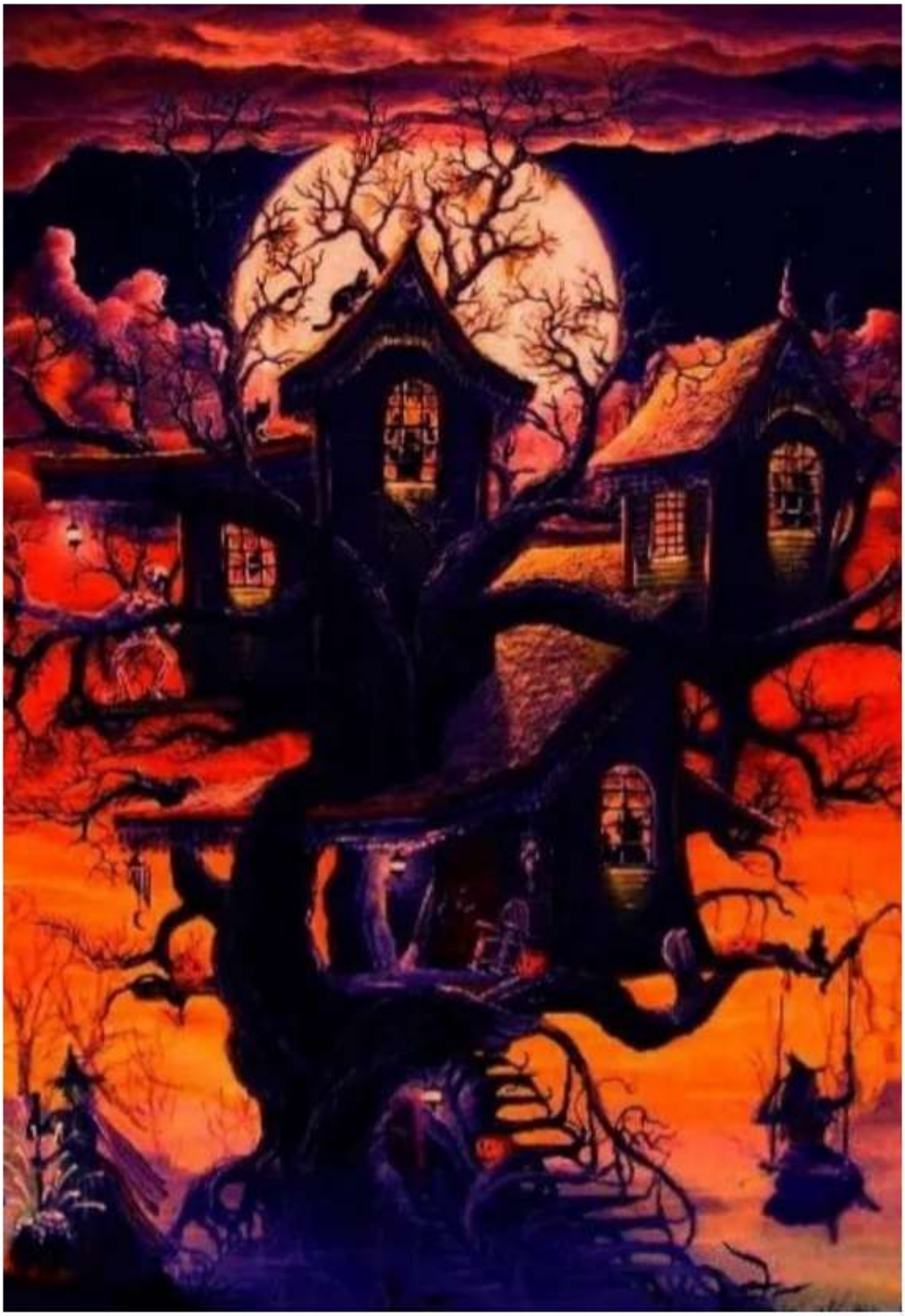

শ্রেয়া দে

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ